খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে ২

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাটশিশু আনমনে
শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে
ভাঙ্গিছ গড়িছ নীতি ক্ষনে ক্ষনে

– কাজী নজরুল ইসলাম

অ্যামেরিকার নিক্ষিপ্ত এ্যাটম বম্ব যখন হিরোশিমা-নাগাসাকির দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছিল অথবা হাইজাকাররা যখন এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে টুইন-টাওয়ারের দিকে ধাবিত হইতেছিল সেই সাথে আজরাঈলও (যমদূত) কি তাদের পিছু পিছু যাইতেছিল লোকগুলোর জান কবচ করার জন্য?! কেহ কেহ ভুরু কুঁচকে বলতে পারে আজরাঈলকে আবার পিছু পিছু ছুটতে হবে কেন? সে তো এক জায়গায় বসে থেকেও জান কবচ করতে পারে। ওয়েল, শুনেছি ফেরেশতাদের নাকি পাখা আছে। জীবরাঈলের নাকি ৬০০ পাখা ছিল এবং মুহুর্তের মধ্যে নাকি মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে পারত। তা আজরাঈলের কি পাখা নেই? সে কি উড়তে পারেনা? যাইহোক, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে ঐ মূহুর্তে আজরাঈলের ভূমিকাটা আসলে কি ছিল। লোকগুলো কি ছাইভস্ম হয়ে যাওয়ার পর আজরাঈল তাদের জান কবচ করেছিল? নাকি আজরাঈল তার কাজ আগে-ভাগেই সেরে রেখে এ্যাটমবম্ব/এরোপ্লেন ''মৃত'' মানুষগুলোকে হত্যা করতে আসছে দেখে মিটি মিটি হাসছিল! কেহ কি দয়া করে এ অবস্থায় আজরাঈলের রোলটা বুঝিয়ে বলবেন।

এবার আসি ভগবান/ঈশ্বর/আল্লা/জেহবা/ইলোহি ইত্তাদি গড মহাশয়দের কথায়। যদি ধরেই নিই যে এরোপ্লেন হাইজাকারদের আল্লাহ'ই পাঠিয়েছেন (যেহেতু হাইজাকাররা মুসলিম ছিল) তাহলে বাকি সব গডগুলো অটোমেটিক্যালি ইমপটেন্ট (Impotent) হয়ে পড়ে, কারণ তারা এ অবস্থায় কিছুই করতে পারে নাই! নাকি ঘটনার আগেই সবগুলো গড মিটিং করে একমত হয়েছিল, কেহ আল্লার উপর ভেটো দেয় নাই। অনুরূপভাবে যদি ধরে নিই যে হিরোশিমা-নাগাসাকির এ্যাটম বম্বগুলো ইলোহি'ই (খৃষ্টান গড) পাঠিয়েছেন, সেক্ষেত্রেও বাকি সব গডগুলো ইমপটেন্ট হয়ে পড়ে। এইভাবে বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে যে সবগুলো গডই ইমপটেন্ট! কারণ বলা হয়ে থাকে যে গডের অর্ডারেই নাকি সবকুছ হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটি গড কোন ইচ্ছা করলে অন্য গডগুলোর কোনই সামর্থ্য নেই তাকে বাধা দেওয়ার।

অনেকে বলতে পারে গডদের মধ্যে হয়ত মিউচুয়াল সন্ধি হয়েছে এবং কেহ কারো কাজে বাধা দেবে না। তারপর Judgment Day আছে না? সেই Judgment Day তেই গডরা একহাত দেখে নেবে! তাদেরকে আমি ছোট্ট একটি উদাহরন দিতে চাই। আমি আবার বাস্তব উদাহরনই বেশী পিছন্দ করি। মনে করেন একদল দূর্বিত্ত আপনার মা-মেয়ে-বোনদের ধর্ষন করার জন্য প্ল্যান করছে (শুধুই উদাহরন, আমাদের সবারই মা-বোন আছে, অন্যভাবে নেবেন না, প্লিজ)। তারপর তারা রওনা

দিল ধর্ষন করার জন্য। আপনি সবকিছু জানেন এবং নিজ চোখে দেখছেন। তারপরও কি আপনি তাদের বাধা দেবেন না??? নাকি তাদের যেতে দেবেন মা-বোনদের ধর্ষন করার জন্য এবং ধর্ষনের সিনারিও দেখার জন্য! আর মনে মনে বলবেন যত ইচ্ছা তোমরা ধর্ষন করে নাও তারপর দেখাচ্ছি মজা!!! ধর্ষনের সিনারিও দেখা শেষে ধর্ষকদের কাঠগড়ায় তুলিয়ে ফাঁসিতে ঝুলাইলেন। কি বুঝলেন বলেন তো। একমাত্র বধ্য উন্মাদ ছাড়া এমন কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ আছে যে এমনটি করবে? মা-বোনের ধর্ষন ব্লু-ফিল্মের মত দেখে তারপর ''নায়কদের'' বিচার করবে?!

আমরা কেহই ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্ষনের ঘটনা ঘটতে দিই না। অথচ আমাদের চোখের আড়ালে এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। সেগুলোকে আমরা কোনভাবেই প্রটেকশন দিতে পারছিনা। তো গড মহাশয়গুলোর অবস্থা ও কি আমাদের মতই অথৈবচ? তারাও প্রটেকশন দিতে পারছেনা? নাকি তারা সবাই একত্রে বসে ব্লু-ফিল্ম দেখার মত মজা করে! তারপর ধর্ষকদের Judgment Day তে দেখে নেবে?

গড প্রটেকশন দিলে একটি ধর্ষনের ঘটনাও ঘটার কথা না। কিন্তু ধর্ষনের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। তার মানে হয় গড প্রটেকশন দিচ্ছেনা, অথবা প্রটেকশন দিতেই পারছেনা।

গড যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রটেকশন না দেয়, তাহলে আমরা কি প্রটেকশন দিতে যেয়ে গডেরই বিরূদ্ধাচারণ করছি না??? আর যদি গডই প্রটেকশন দিতে না পারে তাহলে সে আবার গড কি করে হয়? সুডো গড?

পাঠকদের উপরের উদাহরনটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। তারপর আপনারা আপনাদের গডদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন ষষ্ঠ/সপ্তম মুখ হলেও কোন আপত্তি নেই।

মনে করেন আপনার গোটাকয়েক ছেলে-মেয়ে আছে। হঠাৎ করে আপনার ভীমরতি ধরল তাদেরকে টেস্ট করবেন! ভাল কথা। আপনি তাদের বিভিন্ন ভাবেই টেস্ট করতে পারেন যেহেতু তারা আপনারই ছেলে-মেয়ে। আমি এখানে একটি উদাহরন দেব। ধরুন আপনার ডাইনিং টেবিলে পৃথিবীতে যত রকমের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় তার সবগুলোই সুন্দর করে বিভিন্ন পাত্রে সাজিয়ে রাখলেন। সেই সাথে পাশে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, ''তোমরা এই এই আইটেমগুলোই শুধু খেতে পারবে আর ঐ ঐ আইটেমগুলো কোনভাবেই খেতে পারবে না। যারা নিষিদ্ধ আইটেমগুলো খাবে তাদেরকে আমি আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করব!'' বাই দ্য ওয়ে, আপনার ছেলে-মেয়েরা কিন্তু জানে যে আপনি Absolutely exist করছেন! যদি সবাই উত্তীর্ণ হইতে পারে তো খুবই ভাল। কিন্তু কি হবে যদি কেহ কেহ উত্তীর্ণ হইতে না পারে? একি তাদের দোষ নাকি আপনার ভীমরতির দোষ? আপনি কি তাদের আগুনে পোড়াইতে পারবেন? সাহস থাকলে পরীক্ষাটা করেই দেখুন না! আর এতে প্রমানিত ও হয়ে যাবে গড মার্চিফুল নাকি আপনি! কি বলেন।

গড মানুষ সৃষ্টি করেই সাথে সাথে অ্যান্টিভাইরাসও (Revelation) পাঠালেন মানুষের হেদায়েতের জন্য। ভাইরাস (Satan/bad Nafs) কি তাহলে অন্য কেহ

সৃষ্টি করে রেখেছিল? কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ কি কখনও নিজের কম্পিউটারে ভাইরাস ছেড়ে দিয়ে আবার অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়ার ইন্স্টল করবে? এরকম পাগলের দেখা তো এখনও পাই নাই! কেহ কেহ বলতে পারে কম্পিউটারের তো আর ফ্রি-উইল নাই! ওআইসি, ফ্রি-উইলের কথা তো ইতোমধ্যে ভূলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, মানুষ ফ্রি-উইল দিয়ে যেটা করে সেটা কি গডের কন্ট্রোলের বাহিরে? কন্ট্রোলের বাহিরে হইলে তো গড আর ওমনিপটেন্ট থাকলনা, তাই না। আর যদি গডের কন্ট্রোলের ভেতরেই হয় তাহলে আবার ফ্রি-উইল হল কিভাবে? সুডো ফ্রি-উইল? আর গড ভাইরাস এবং ফ্রি-উইলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ দেখার জন্যই কি তাদের একসাথে ছেড়ে দিয়েছেন! রসিক গড বটে! গেম্স খেলতে পছন্দ করেন!

এক ভদ্রলোক ই-ফোরামে ফ্রি-উইলের উধাহরণ দিতে গিয়ে গরুকে দড়ি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার কথা বলেছিল। খুঁটিকে কেন্দ্র করে এবং দড়িকে ব্যাসার্ধ ধরে গরু যে বৃত্ত তৈরী করবে সেটাই নাকি তার ফ্রি-উইলের পরিসীমা! প্রথমে যুক্তিটাকে লজিক্যালই মনে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই পরিসীমার মধ্যে গরুটি যা করবে তা কি গডের কন্ট্রোলের বাহিরে? গরু তো ইচ্ছা করেলও ঐ বৃত্তের বাহিরে যেতে পারবে না। আর যদি খুঁটি উপড়াইয়া বৃত্তের বাহিরে চলেই যায় তাহলে ঐ খুঁটির আর কি দাম থাকল! মানুষকেও কি অনুরূপ কোন খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে যে ইচ্ছা করলেও ঐ খুঁটি উপড়াইতে পারবে না? আর সেই দড়ির লিমিট ই বা কতটুকু? যদি তাই হয়, তাহলে পৃথিবীতে এত নাস্তিক কেন? নাস্তিকদের শক্তি কি গডদের খুঁটির চেয়েও বেশী শক্তিশালী! নাকি নাস্তিকতাও ঐ বৃত্তের পরিসীমার মধ্যেই পড়ে যায়! তাই কি? নাকি আমারই বুঝার ভূল! কেহ কি ব্যাপারটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই নাকি লিমিট ক্রস হয়ে যায়! আমি তো দেখি এইসব লিমিট ক্রস করা খুবই জরুরী। লিমিট ক্রস না করলে কি কখনও সত্য বের হয়। যেমন অনেকেই 'শয়তানকে কে সৃষ্টি করেছে' এই প্রশ্নে যেতেই চায় না! এর আগ পর্যন্তই নাকি লিমিট। এই সকল লিমিট ক্রস করাতে আমি তো অন্যায়ের কিছু দেখিই না বরং এর দরকার আছে মানুষের ভালর জন্যই।

মনে করুন আপনার দুই ছেলের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে ভূল বুঝাবুঝি হয়েছে। যার ফলে তারা একে অপরের সহিত সবসময় কলহে লিপ্ত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে তারা একে অপরকে হত্যা পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। ধরুন আপনি ইচ্ছা করলেই একমুহুর্তের মধ্যে তাদের ভূলগুলো সংশোধন করে দিয়ে ছেলে দুটোকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। এ অবস্থায় আপনি ছেলে দুটোকে বাঁচাবেন কি না? নাকি এক ছেলের পক্ষ হয়ে আরেক ছেলেকে হত্যা করবেন? নাকি Judgment Day'র জন্য অপেক্ষা করবেন! আপনি হলে কোনটা করতেন আর গড মহাশয়গুলো এসব ক্ষেত্রে কি করে? মেক এনি সেন্স?

গড জিউসদের হেদায়েতের জন্য তৌরাত পাঠালেন। তৌরাত নাকি শুধু জিউসদের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তাহলে ঐ সমসাময়ীক সময়ে অন্যান্য জাতির জন্য কি কি ধর্মগ্রন্থ ছিল? ইতিহাসে এর তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। যাইহোক, জিউসরা নাকি গডের উপর টেক্কা দিয়ে তাদের তৌরাত চেঞ্জ করে ফেলেছে! গড না চাইলে তারা কিভাবে চেঞ্জ করল? এটা কি তাহলে টেক্কা দেওয়া হল না? আর যদি গডই চেয়ে থাকে তাহলে তাদের কি করার ছিল? গড চাক বা না চাক ছুতা একটা ঠিকই

বের করেছে। 'তারা চেঞ্জ করে ফেলেছে!' যেহেতু তারা চেঞ্জ করেই ফেলেছে, গড তো আর ব্যাক করতে পারেনা (God always look forward. He doesn't like anything obsolete)। ফলে গড আরেক অ্যান্টিভাইরাস (যবুর) পাঠালেন। সেটাও নাকি কালের আবর্তে মানুষ চেঞ্জ করে ফেলেছে! গডের তারপরও বোধদয় হল না। মানুষ তো ভূল থেকেও শেখে! যাইহোক, গড এবার তার স্টক থেকে তৃতীয় অ্যান্টিভাইরাস (ইঞ্জিল) পাঠালেন। সেটাতেও ভাইরাস তো গেলই না বরং উলটোদিকে ভাইরাসই অ্যান্টিভাইরাসকে খেয়ে ফেলল! অ্যান্টিভাইরাসের দারুন ক্ষমতা তো! পরিনাম, খৃষ্টানরাও চেঞ্জ করে ফেলেছে! গড পর পর তিন বার ভূল করার পর বুঝতে পারলেন কি সর্বনাসই না হয়ে গেছে! আগের অ্যান্টিভাইরাস গুলোতে যদি আর একটি মাত্র ভার্স যোগ করা যেত তাহলে আর তারা চেঞ্জ করতে পারত না! ভার্সটি হইল ''We will protect Our antivirus.'' চতুর্থ বারে যেয়ে গড কিন্তু ঠিকই স্মার্ট হয়ে গেল। শুনেছি ন্যাড়া নাকি একবারই বেল তলায় যায়। কিন্তু গড পর পর তিন বার বেল তলায় গিয়েছিলেন! গডের বেল বুঝি খুব পছন্দ!

পৃথিবীতে প্রতি দিন, প্রতি মুহুর্তে, কারনে-আকারনে, রাস্তা-ঘাটে, বনে-বাঁদারে, বাসে-ট্রেনে, ঘর-বাড়িতে, শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত কত লোক randomly মারা যাইতেছে তার কোন হিসাব নাই। একজন মানুষকে খুব সহজেই হত্যা করা যায়। দুই-তিন মিনিট নাক-মুখ চেপে ধরে রাখলেই মানুষ মারা যায়! মানুষকে শুধু একটি ধাক্কা দিয়েও মারা যায়। তার মানে ''জীবনটা'' খুবই তুচ্ছ একটা জিনিস। খুবই ক্ষণভঙ্গুর! কেহ প্ল্যান করে পাঠালে মানুষের জীবন এত ক্ষণভঙ্গুর হবে কেন? মানুষকে নাকি গডের বন্দনা করার জন্যই প্ল্যান করে পাঠানো হয়েছে। কেহ কেহ আবার বলে টেস্ট করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাহলে একজন মানুষের জীবন আরেকজনের হাতের উপর ডিপেনডেন্ট হবে কেন? এগুলি সবকিছুই কি টেস্ট!

যে শিশুটি জন্মের পরই মারা গেল গড তাকে কিভাবে টেস্ট করল? একজন মানুষ আরেক জনকে হত্যা করল। তো যাকে হত্যা করা হল তাকে গড কি টেস্ট করল, আর যে হত্যা করল তাকেই বা গড কি টেস্ট করল? এর সমাধান কি! এসবই গডের random লীলাখেলা নাকি!

একজন সুস্থ মানুষের বীর্যে মোটামুটি ৪০-৮০ মিলিয়ন স্পার্ম থাকে। এর কিছুটা কম-বেশীও হতে পারে। যাইহোক, গড়ে ৫০ মিলিয়ন ধরে নিলাম। এই ৫০ মিলিয়ন স্পার্মের মধ্যে থেকে ''একটি মাত্র'' স্পার্ম কাজে লাগে ডিম্বানুকে নিষিক্ত করার জন্য!!! তাহলে বাকি ৪৯ মিলিয়ন ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ টি স্পার্ম কোন কাজে লাগছে না! যাদের ২০ মিলিয়নের নীচে স্পার্ম থাকে তাদের নাকি সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাও খুবই কম থাকে! ভেরী ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন বটে! Isn't it random? এর মধ্যে মানুষ আবার ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের কি দেখতে পায় তা তো খুঁজে পাই না। এগুলি সবকিছুই কি ইনটেলিজেন্টলি হইতেছে?

যদি কোন Higher Being/Higher Reality বলে কিছু থেকেই থাকে সেটা আমরা এখনও জানিনা। কেহ যদি claim করে যে সে জানে তাহলে তাকে অবশ্যই অকাট্য প্রমান দিতে হবে। মেঘের আড়াল থেকে শুধু শুধু লুকোচুরি খেললে হবে না! আর এই বলে এড়িয়ে গেলে হবেনাঃ

‘‘দেখনা এতবড় মহাবিশ্ব, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি, আরো কত কি; এগুলি কে সৃষ্টি করেছে?’’

‘‘আমি না অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করি!’’

‘‘২.২ বিলিয়ন মানুষ স্টুপিড নাকি! এতগুলো মানুষ কিভাবে ভূল হতে পারে?’’

কে সৃষ্টি করেছে বা আদৌ কেহ সৃষ্টি করেছে কি না আমরা এখনও সঠিক ভাবে জানিনা। যা কিছু বলা হচ্ছে সবই অনুমান (গড মহাশয়গুলো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন মানুষে-মানুষে হত্যাযঙ দেখতে চায়?) তো এই না জানা চরম সত্যটা সহজ-সরল ভাবে স্বীকার করলে সমস্যা কোথায়? নাকি কোন বেনিফিট আছে ঃ)

আমি অনেকদিন অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত মানুষদের খুব কাছে থেকে জানার চেষ্টা করেছি। দেখেছি শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই ধর্মান্ধ এবং ইর‍্যাশনাল (Irrational) এর ভাগ বেশী। অশিক্ষিত মানুষেরা যেটা জানে সেটা যেমন সহজ-সরল ভাবে বলে দেয় আবার যেটা জানেনা সেটাও অকপটে স্বীকার করে যে জানে না। কিন্তু শিক্ষিত মানুষগুলোর বেশীরভাবই দেখেছি তারা হিপোক্রেট টাইপের। তারা সহজ-সরল ভাবে কোন কিছুই স্বীকার করতে চায় না। পৃথিবীতে যত রকমের সমস্যা তার বেশীরভাবই এই ধরনের শিক্ষিত মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি। আমি কিছু অশিক্ষিত মানুষদের প্রশ্ন করেছি যে তারা পূজা-পার্বণ-নামাজ-রোজা কেন করে। কেহ কেহ বলেছে, ‘‘বাবা, আমাদের চৌদ্দ পুরুষ ধরে করে আসছে তাই করি।’’ কেহ কেহ আবার বলেছে, ‘‘মনে শান্তি পাই বাবা তাই করি।’’ এই লোকদের আপনি আর কি বলতে পারেন? সম্ভব হলে তারা যেন পূজা-পার্বণ-নামাজ-রোজা আরো ভালো ভাবে করতে পারে সেই ব্যবস্থাই করে দেবেন, তাই না। একই প্রশ্ন আপনি শিক্ষিত লোকদের করে দেখেন তারা কি বলে। আপনাকে এক্কেবারে হাইকোর্ট এবং সম্ভব হলে সুপ্রিমকোর্ট দেখাইয়া ছাড়বে!

আরে ভাই, আমি কিছুতেই বুঝিনা মানুষ কেন হিন্দু/মুসলিম/খৃষ্টান/জিউস ইত্তাদি আইডেনটিটি নিয়া হিংসা-বিদ্বেষ-মারামারি-কাটাকাটি-খুনাখুনিতে লিপ্ত। Is this kind of identity a big deal? It seems simply nothing to me. At a time I can say that I am a Muslim (by borne), I am a Hindu, I am a Christian, I am a Jews, I am a Buddhist, I am a Sikh, I am a Pagan, I am a Jurastrian, I am a Confucian, I am a ....., I am a ..... And at the same time I can say that I am none of the above! তাতে কি হইল? তাতে কি এই পৃথিবীর একটি ধূলিকণারও কিছু আসলো-গেল? শিক্ষিত মানুষগুলি আর কবে বড় হবে! কবে এই ‘‘অতি তুচ্ছ’’ ব্যাপারটা বুঝতে শিখবে!

রায়হান।